বার্ষিক প্রতিবেদন
(২০১৪-২০১৫)

কৃষি তথ্য সার্ভিস
কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি তথ্য সার্ভিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র সংস্থা। কৃষি তথ্য সার্ভিস কৃষি উন্নয়নে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করে থাকে। সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকে নিবিড়ভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি গবেষণালব্ধ আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সহজ সাবলীলভাবে গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছিয়ে দেয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে কৃষি তথ্য সার্ভিস গণমাধ্যমে কৃষি বিষয়ক প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কৃষি তথ্য প্রচারভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সব দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের ভিশন হলো-কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকর যোগাযোগ কৌশলের উন্নয়ন' এবং সংস্থার মিশনটি হলো-আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের সাহায্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি। এটি ১৯৬১ সনে কৃষি তথ্য সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে ১৯৮৫ সনে কৃষি তথ্য সার্ভিসে পরিণত হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিস সৃষ্টির শুরু থেকে ২৪৫ জন জনশক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৬ সনে কৃষি তথ্য সার্ভিস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এক- তৃতীয়াংশ জনবল তদানীন্তন মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত হয়। বর্তমানে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমন্বয়ে এ দপ্তরের মোট পদসংখ্যা ২৩৯টি।

লক্ষ্য :
আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের সাহায্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টি ও কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকর যোগাযোগ কৌশলের উন্নয়ন।

উদ্দেশ্যসমূহ :

- আধুনিক গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজলভ্য করা;
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত ও সহজে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে দেয়া;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক/উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রচার-প্রচারণা করা; ও
- কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি মিডিয়াকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

কার্যাবলি :

- কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করে মাসিক ম্যাগাজিন কৃষিকথায় প্রকাশ ও বিতরণ;
- মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করে মাসিক বুলেটিন সম্প্রসারণ বার্তায় প্রকাশ ও বিতরণ;
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ;
- কৃষি বিষয়ক ভিডিও, ফিল্ম-ফিলার, টকশো, ডকুমেন্টারি তৈরি ও সম্প্রচার;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিনেমা শো আয়োজনের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন;
- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা বিতরণ ও ই-সেবা প্রদান;
- কলসেন্টারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদান;
- কৃষি বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ওপর মাল্টিমিডিয়া ই-বুক নির্মাণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি)র মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ই-তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া;
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি;

- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষিভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণ ।

- বিশেষ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনে সার্বিক সহায়তা ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

- কমিউনিটি রুরাল রেডিওর মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে কৃষিসহ অন্যান্য সেবা প্রদান;

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেট) ঃ

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট সংখ্যা)	২৩৯	২০২	৩৭	৩৫	-
মোট	২৩৯	২০২	৩৭	৩৫	-

- শূন্য পদের বিন্যাস ঃ

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
-	-	০১	০১	২২	১৩	৩৭

- নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান ঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
-	-	-	-	০৪	০৪	-

মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই/২০১৪ থেকে ৩০জুন/২০১৫ পর্যন্ত)ঃ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৪৯	৬০

- মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক (২০১৪-১৫) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা ঃ ০৩টি ।
- প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (০১ জুলাই/২০১৪ থেকে ৩০ জুন/২০১৫ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ঃ ০৩ জন
- সেমিনার/ ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই/২০১৪ থেকে ৩০জুন/২০১৫ পর্যন্ত)ঃ

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
২০	৮২০

- **সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ :**

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন:

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ ।এদেশের মানুষের সাথে কৃষি ওতপ্রতোভাবে জড়িত। বাংলার কৃষক লড়াকু, তারা নানা প্রতিবন্ধকতা তথা বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সিডর, আইলা, ঘূণিঝড় এর বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করে বাংলার কৃষিকে সফলভাবে লালন করতে সক্ষম। আর তাই কৃষকের কাছে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি যা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমেই কেবল সম্ভব। তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহে বাংলার কৃষি এবং কৃষককে সংযুক্ত করার জন্য বর্তমান সরকারের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে। তাই কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তার করার লক্ষ্যে কৃষি তথ্য

সার্ভিস এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করে ২০২১ সনের মধ্যে ডিজিটাল কৃষি গড়ার এক বিশাল উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২০টি পরবর্তিতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের "ডিজিটাল এক্সটেনশন কর্মসূচির" আওতায় ৭৫টি এআইসিসি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে "কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীন জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের " আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৫০ টি এআইসিসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ডিজিটাল কৃষি গড়ার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে এআইসিসিই হবে অন্যতম মাধ্যম।

এআইসিসি গঠনের মূল উদ্দেশ্যসমূহ :

- ই-কৃষি প্রচলনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকসহ সকল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য সরবরাহ করা।
- কৃষি তথ্য বিস্তারে গণমাধ্যমের ব্যবহার সহজতর করা।
- আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
- গ্রাম পর্যায়ে আধুনিক সকল তথ্য প্রযুক্তির সেবা নিশ্চিত করে শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য কমানো।

এআইসিসি হতে সরবরাহকৃত সেবাসমূহ :

- কৃষকের চাহিদামাফিক আধুনিক কৃষির কলাকৌশল/চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সময়মতো কৃষির সাথে সরাসরি জড়িত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া।
- কৃষি বিষয়ক প্রামাণ্য চলচিত্র প্রদর্শনী।
- কৃষিবিষয়ক মুদ্রণ সামগ্রী (বুকলেট, ম্যাগাজিন, লিফলেট, ফোল্ডার, পোস্টার) কৃষকদের মাঝে বিতরণ।
- অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ফসলের জন্য সুষম সার ব্যবস্থাপনা।
- ইমেইলে ও স্কাইপির সাহায্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে পরামর্শ প্রদান।
- সরকারি ও বেসরকারি বিভি চ্যানেল এবং রেডিওতে সম্প্রচারিত কৃষি বিষয়ক তথ্য সম্বলিত অনুষ্ঠান প্রচার।
- দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন এবং পরবর্তী সময়ে করণীয় ব্যবস্থা।
- স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক কৃষি বাজার এবং আমদানি ও রফতানি বিষয়ক তথ্য ।
- প্রায়োগিক কৃষি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন।
- কৃষি বিষয়ক তথ্য ছাড়াও অন্যান্য তথ্য যেমন চাকরির বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল, সরকারী বিভিন্ন অফিসের ফর্ম, সরকারি গেজেট ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রদান।

ইনফো-সরকার প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী আরও ২৫৪টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।

কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন:

বরগুনা জেলার আমতলীতে অবস্থিত কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে বরগুনা ও পটুয়াখালীর ১২টি উপজেলায় গ্রামীণ কল্যান ও চাহিদাভিত্তিক কৃষিসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়ে থাকে।

১। বর্তমান শ্রোতা সংখ্যা ১,০০,০০০ জন;

২। শ্রোতাক্লাবের সংখ্যা ৫০ টি;

৩। স্বেচ্ছাশ্রম স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত (স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা শতাধিক);

৪। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা করে সম্প্রচার (সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)

৫। মোট অনুষ্ঠান সম্প্রচার ২৫টি (দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিকভিত্তিতে)

৬। কৃষি রেডিও সংবাদ ৩ বার (বিকেল ৪টা, সন্ধ্যে ৬টা, রাত ৮টা)

৭। বর্তমান কভারেজ দুটি জেলার (বরগুনা ও পটুয়াখালী) ১২ টি উপজেলা (বরগুনার ০১. আমতলী,০২. তালতলী, ০৩. বরগুনা সদর, ০৪. বেতাগী,০৫. পাথরঘাটা, ০৬. বামনা। পটুয়াখালী-০১. সদর, ০২. মির্জাগঞ্জ, ০৩. গলাচিপা, ০৪. কলাপাড়া, ০৫.দশমিনা, ০৬. রাঙাবালী। সম্প্রচার এলাকা আরো বাড়ছে।

৮। বর্তমান সম্প্রচার ক্ষমতা সেন্টার থেকে ৩৪ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ।

৯। কমিউনিটি রেডিও মানে Voice of the voice less people

১০। বর্তমানে দেশে ১৬টি কমিউনিটি রেডিওর সম্প্রচার কার্যক্রম চলছে। এর মধ্যে কৃষি রেডিও একমাত্র সরকারি;

১১। সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান শিরোনাম - কৃষি ও মৎস্য, প্রাণিসম্পদ , নারী ও শিশু, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, আবহাওয়া, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তি, খেলা ও বিনোদন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক, সমাজ ও সংসার, সেবা ও সহযোগিতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, আয় ও কর্মসংস্থান, ধর্ম ও বিশ্বাস, আইন ও শৃঙ্খলা, শান্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন.

১২। কমিউনিটি রেডিওসমূহের সমন্বয়কারী ও মেন্টর হিসেবে কাজ করছেন বিএনএনআরসি, শ্যামলী, ঢাকা।

১৩। কমিউনিটি রেডিও নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় - তথ্য মন্ত্রণালয়;

১৪। কৃষি রেডিও মানে কৃষিভিত্তিক রেডিও নয়। যা গ্রামীণ জনগণের প্রয়োজন, চাহিদা ও পছন্দের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়;

কৃষি কল সেন্টার স্থাপন:

কল সেন্টার এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা যেকোন ধরনের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং এর ভোক্তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা সাধিত হয়। এ দেশের কৃষকদের এবং কৃষি সম্পর্কিত সকলের মধ্যে কৃষিভিত্তিক সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সেবা এবং তথ্য ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১২ সনের জুন মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালনায় দেশের প্রথম সরকারি কল সেন্টার হিসেবে কৃষি কল সেন্টারের পরীক্ষামুলক যাত্রা সূচিত হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে কৃষি কল সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যাতীত প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত কৃষক প্রতি মিনিটে ০.২৫ টাকা হারে (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক ব্যাতীত) ১৬১২৩ নম্বরে যে কোন অপারেটর থেকে ফোন করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক যে কোনো প্রশ্নের তাৎক্ষণিক সমাধান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে গ্রহণ করছেন।

আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠাঃ

ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খুলনা, বরিশাল, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলায় একটি করে মোট দশটি আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এসব আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি বিষয়ক সর্ববৃহৎ বাংলা ওয়েবসাইট (www.ais.gov.bd) চালুকরণঃ

কৃষি বিষয়ক বাংলাদেশের বৃহত্তম ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। কৃষি তথ্য, আবহাওয়া, কৃষি বিষয়ক করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য ও সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। প্রতি মাসে গড়ে ৪৫০০ জন ব্রাউজ করছে।

বেতার ও টেলিভিশনে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারঃ

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন ভিডিও, ডক্যুমেন্টারি, ফিল্ম, ফিলার, নাটক ইত্যাদি নির্মাণ এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। এ ভিডিওগুলো গ্রামীণ পর্যায়ে মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

বেতার কার্যক্রম :

কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মলগ্ন থেকে বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের সার্বিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারের ১০টি কেন্দ্র থেকে জাতীয় ও আঞ্চলিক কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে। প্রভাতী এবং সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠানের পরিধি দৈনিক প্রায় ১২ ঘন্টার ওপরে। শ্রোতা উপযোগী অনুষ্ঠানসহ বিনির্মাণে কৃষি তথ্য সার্ভিস সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। তাছাড়া ২০০৮ সনের জুন থেকে বেসরকারি এফএম ব্যান্ড রেডিও টুডে থেকে সকাল সোয়া ৭টা থেকে পৌনে ৮টা গ্রিন আওয়ার নামে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়, যা কৃষি তথ্য সার্ভিসের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের উদ্যোগে এবং এফএওর কারিগরি সহায়তায় বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় কৃষি রেডিও নামে একটি কমিউনিটি রেডিও স্থাপিত হয়েছে। কমিউনিটি রুরাল রেডিও বা কৃষি রেডিও এফএম ৯৮.৮ নামে সুপরিচিত কমিউনিটি রেডিও "আমার রেডিও আমার কথা বলে" চেতনাকে ধারণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সকাল, দুপুর ও সান্ধ্যকালীন মিলিয়ে প্রতিদিন ৮ ঘন্টা অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে কৃষি রেডিও থেকে, ১ লাখ শ্রোতা, ৫০টির শ্রোতা ক্লাব, ২৫টির নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে চলছে কৃষি রেডিও।

বাংলাদেশ টেলিভিশন :

কৃষি তথ্য সার্ভিসে সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহায়তায় মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠান সপ্তাহে ৬ দিন সম্প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া প্রতিদিন সকাল ৭.২৫ মি. প্রতিদিনের কৃষি নিয়ে বাংলার কৃষি নামক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে জাতীয় ও বিভাগীয় প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক প্রতিবেদন, ফিচার, সফলকাহিনী, সমস্যা ও সমাধান, টকশো, ডকুড্রামা, টেলপ, বিজ্ঞপ্তি সময়োপযোগী আকারে সম্প্রচার করা হয়। বিটিভি ছাড়া অন্যান্য প্রাইভেট চ্যানেলেও একই কার্যক্রম চাহিদা এবং গুরুত্ব অনুযায়ী সম্প্রচারিত হচ্ছে।

প্রিন্ট সামগ্রী প্রকাশ বিতরণঃ

কৃষি গবেষণালব্ধ আধুনিক তথ্যাদি সহজবোধ্য ও প্রয়োগযোগ্যভাবে কৃষক ও কৃষিজীবীদের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে বিভিন্ন মুদ্রণ সামগ্রী প্রকাশ এবং বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এসব মুদ্রণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে মাসিক কৃষি বিষয়ক ম্যাগাজিন "কৃষিকথা", সম্প্রসারণ বার্তা, ফোল্ডার, লিফলেট, পোষ্টার, বুকলেট ইত্যাদি।

- উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য :

ক. প্রকল্পের নামঃ দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম নিবিড়করণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৫)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১. দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য সার্ভিসের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও নিবিড়করণের জন্য কৃষি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ;

২. অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ) এর মাধ্যমে ফলপ্রসূ কৃষি তথ্য সরবরাহ কৌশল শনাক্তকরণ;

৩. কৃষি তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধিকরণ;

৪. কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, অগ্রসর কৃষক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজন ।

প্রকল্পের কার্যক্রমঃ

- ১৫১টি প্রগতিশীল কৃষক প্রশিক্ষণ;
- ৮৪টি কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন;
- অঞ্চলভিত্তিক চাহিদামাফিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর মোট ৩০টি টেলিভিশন ডকুমেন্টারি, ফিল্ম-ফিলার তৈরি;
- প্রকাশনা ও প্রচার সামগ্রী মুদ্রণ;
- রাঙ্গামাটি ও কুমিল্লা অঞ্চলে ২টি অফিস ভবন নির্মাণ;
- দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগ;
- প্রেস শাখার আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন;
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া শাখা আধুনিকায়ন;
- কৃষি তথ্য সার্ভিসের সার্বিক কার্যক্রম জোরদারকরণ/নিবিড়করণ ।

প্রকল্পের অর্জনঃ

জনবলঃ

কৃষি তথ্য সার্ভিসের সীমিত জনবল নিয়ে কৃষির সামগ্রিক কার্যক্রম উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রচার ও প্রচারণা পুরোপুরি সম্ভব নয় বিধায় ১০টি কৃষি অঞ্চলে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার হতে কৃষি তথ্য বিস্তার কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ২৩ জন কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগদান করা হয় । পাশাপাশি ৫০ জন দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকান্ডকে বেগবান করার নিমিত্ত কার্যক্রম শুরু করা হয় ।

যানবাহনঃ

প্রকল্পের আওতায় ১৭টি যানবাহন (একটি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি মোবাইল সিনেমা ভ্যান, ৫টি স্মল রিপোর্টিং ভ্যান ও ১০টি মোটর সাইকেল) ক্রয় করা হয়েছে। ডাবল কেবিন পিকআপটি সদর দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অপর যানবাহনগুলো ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন ও বাস্তবায়ন, কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার, হাটবাজার ও জনবহুল এলাকায় ফিল্ম ফিলার প্রদর্শণ এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলেও সংবাদপত্র সমূহে যোগাযোগের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ।

অডিও ভিস্যুয়্যাল শাখার আধুনিকায়ন

কৃষি তথ্য সার্ভিস-এর অডিও ভিস্যুয়াল ইউনিটকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দুইটি উন্নতমানের ৪৫০ ভিডিও ক্যামেরা, সিডি এবং ডিভিডি কপিয়ার একটি, স্টুডিও লাইটিং সরঞ্জাম, একটি প্রোডাকশন মনিটর, দুইটি এডিটিং প্যানেলের মনিটরসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, কৃষকের সফল ঘটনা, মাঠ ফসলের সমস্যা ও তার সমাধানসমূহ শুটিং, এডিটিং ও প্রচার উপযোগী করার সকল টেকনিক্যাল কাজ কৃষি তথ্য সার্ভিসের অডিও ভিস্যুয়াল ইউনিটে করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন টক শো ধারণ এবং বিটিভি'র মাটি ও মানুষ এবং বাংলার কৃষি অনুষ্ঠানের সকল আউট ডোর শুটিং ও কারিগরি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ।

প্রিন্টিং প্রেসে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন

প্রকল্পের আওতায় কৃষি তথ্য সার্ভিস-এর প্রেস শাখার জন্য একটি অফসেট প্রিন্টিং মেশিন ও একটি অফসেট প্লেট মেকিং মেশিন সংযোজন করা হয়েছে যার ফলে প্রেসের মুদ্রণ কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হয়েছে।

আইসিটি ইকুইপমেন্টস:

সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ভিডিও ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেকটর, জেনারেটরসহ আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অফিস পরিচালনার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে ।

ভিডিও সামগ্রী ও ফিল্ম শো:

অঞ্চলভিত্তিক চাহিদামাফিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর মোট ৩০টি ডকুমেন্টারি, ফিল্ম-ফিলার তৈরি ও টেলিভিশনে ব্যাপক সম্প্রচার এবং মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ২৫৬৮টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করা হয়।

মুদ্রণসামগ্রী তৈরি:

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর ৭.৫০ লক্ষ মুদ্রণ সামগ্রী (লিফলেট, বুকলেট, পোস্টার, ফোল্ডার, বুকফোল্ডার, ফেস্টুন, ইত্যাদি) তৈরি করে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, কৃষক সংগঠন ও কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার:

প্রকল্পের আওতায় ১৫১টি প্রশিক্ষণ ও ৮৪টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এতে ৭৩১০ জন উপকার ভোগী কৃষাণ/কৃষাণী ও অন্যান্য কর্মকর্তা বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষিত হয়েছেন এবং ২৫৬০ জন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এসব প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের জন্য কর্মকর্তা ও কৃষক নির্বাচনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ:

প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা ও রাঙ্গামাটিতে ২৫০০ বর্গফুটের কৃষি তথ্য সার্ভিসের ২টি নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনটিতে ৫টি কক্ষ এবং ১টি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে যাতে আইটি ল্যাব স্থাপন করে এআইএসসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

খ. প্রকল্পের নাম ঃ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (বাস্তবায়ন কাল :জুলাই ২০১২-জুন ২০১৫)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

<u>সার্বিক</u>

১. কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য এআইসিসি এর মাধ্যমে সম্প্রসারণ করা যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক হবে।
২. দারিদ্র্য বিমোচন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মিডিয়া ও ICT ভিত্তিক আধুনিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তার করা।

<u>সুনির্দিষ্ট</u>

১. কৃষকদের ধারনা এবং চাহিদা সম্পর্কে জানার জন্য মাঠপর্যায়ে জরিপ পরিচালনা করা।
২. কৃষি তথ্য এবং যোগাযোগ কেন্দ্রের (AICC) মাধ্যমে ই-কৃষি কার্যক্রমকে বেগবান করা।
৩. কৃষকদের চাহিদার ভিত্তিতে তাদের বিভিন্ন ছোট ছোট সংগঠনগুলোকে (IPM, ICM, CIG, অন্যান্য কৃষক সংগঠন) তথ্য সরবরাহের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা।
৪. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে IPM, ICM, CIG, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আইসিটিভিত্তিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে কৃষকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
৫. 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' হিসেবে এআইসিসিকে প্রতিষ্ঠা করা।
৬. কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
৭. মুদ্রণ, ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম এবং ICT এর মাধ্যমে কৃষি তথ্যের বিস্তারকে আরও জোরদার করা।

৮. সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষক এবং কৃষকদের মাঝে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা ।
৯. ১০টি জেলা পর্যায়ের অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সেবার মান উন্নয়ন করা ।

প্রকল্পের কার্যক্রম এবং এর বিবরীতে অর্জনঃ

প্রকল্পের কর্যক্রম	অর্জন
জনবল নিয়োগঃ ১০ জন জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ অফিসার, ০১ জন সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ০৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ০২ জন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ১০ কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, ০১ জন হিসাবরক্ষক, ০২ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপরেটর, ০৮ জন অডিও ভিস্যুয়াল অপরেটর এবং ১১ জন এমএলএসএস নিয়োগ করে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ।	সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১০ জন জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ অফিসার, ০১ জন সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ০৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, ০২ জন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, ১০ কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, ০১ জন হিসাবরক্ষক, ০২ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপরেটর, ০৮ জন অডিও ভিস্যুয়াল অপরেটর এবং ১১ জন এমএলএসএস নিয়োগ করে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ।
দেশের ১০টি কৃষি প্রধান অঞ্চলে ১০টি আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা ।	ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, রাঙ্গামাটি, বরিশাল, রংপুর, রজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক অফিসে একটি করে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে ২৫ টি ডেক্সটপ কম্পিউটার, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও ইন্টারনেট কানেকশনসহ আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করা হয়েছে। যেখানে একসঙ্গে ২৫ জন প্রশিক্ষর্ণাথি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারেন ।
১০টি জেলায় এআইএস অফিস স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্মত সেবা বৃদ্ধিকরণকরন ।	ঢাকা, গোপালগঞ্জ, শেরপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া দিনাজপুর, চাঁদপুর, মৌলভীবাজার, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় এআইএস অফিস স্থাপন করে মানসম্মত তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত অফিসসমূহে একজন জেলা কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ অফিসার, একজন কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক, একজন অডিও ভিস্যুয়াল ইউনিট অপরেটর ও একজন অফিস সহায়ক নিয়োগ এবং আইসিটি সরঞ্জামাদি সমৃদ্ধ অফিস চালু করা হয় ।
২৫ ব্যাচে ৭৫০ জনকে প্রশিক্ষণ ও ১২ টি কর্মশালার মাধ্যমে ৩৬০ জনকে প্রশিক্ষিত করা ।	২৫ ব্যাচে ৭৫০ জন এআইসিসি সদস্য ও এসএএও কে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ১২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং মোট ৩৬০ জন অংশগ্রহন করেন ।
০১টি কেন্দ্রীয় এগ্রিঃ নলেজ ব্যাংক এবং ১০টি আঞ্চলিক এগ্রিঃ ইনফরমেশন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা	কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকাতে ০১(এক)টি কেন্দ্রীয় এগ্রিঃ নলেজ ব্যাংক এবং কৃষি তথ্য সার্ভিস এর ১০টি আঞ্চলিক অফিসে একটি করে মোট ১০টি আঞ্চলিক এগ্রিঃ ইফরমেশন ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে।
১২টি ভিডিও ডকুমেন্টরি এবং ৬টি টিভি ফিলার তৈরি ও প্রচার করা ।	১২ ট ভিডিও ডকুমেন্টরি এবং ৬টি টিভি ফিলার তৈরি করে জেলা অফিসের মাধ্যমে এআইসিসি এবং বিভিন্ন মেলা ও হাটবাজারে মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে ।
যানবাহ ক্রয়ঃ ১০টি স্মল রির্পোটিং ভ্যান, ০১টি মোবাইল সিনেমা ভ্যান, ০১টি ডাবল কেবিন পিকআপ এবং ২৩টি মটর সাইকেল ক্রয় ।	১০টি স্মল রির্পোটিং ভ্যান, ০১টি মোবাইল সিনেমা ভ্যান, ০১টি ডাবল কেবিন পিকআপ এবং ২৩টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।

- উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়সংক্রান্ত তথ্য : **(১জুলাই/ ২০১৪ থেকে ৩০ জুন/২০১৫)**

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ(কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
০২টি	৮.০৫ (সংশোধিত) টাকা (দুটি প্রকল্পের সম্মিলিত বরাদ্দ)	৭.৯৫৩২ (৯৮.৮০%) (দুটি প্রকল্পের সম্মিলিত ব্যয়)	১২টি

২০১৪-১৫ সালে উল্লেখযোগ্য সফলতা ছবিসহ:

- ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৫ সফলভাবে উদযাপন।

ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত র‌্যালি

- ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সেমিনার

সেমিনারে উপস্থিত মাননীয় স্পিকার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, সম্মানিত সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ।

➢ কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক আয়োজিত কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক সভা

কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক সভায় উপস্থিত সম্মানিত কৃষি সচিব

➢ কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন সারাদেশে স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) উদ্বোধন ও মালামাল বিতরণ ।

শেরপুরে অবস্থিত এআইসিসিতে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক মালামাল বিতরণ

সাভারে অবস্থিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম মাননীয় মন্ত্রী খাদ্য মন্ত্রণালয় ।

গাজীপুরে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন অ্যাডভোকেট আ. ক.ম মোজাম্মেল এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

কৃষিকথার ৭৫ বছরে পদার্পন